৮। যে কর্মচারী ভিআরএস নেবেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন —

(ক) কর্মচারী ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি করে যে উপার্জন করছেন ভিআরএস গ্রহণ করে তাঁর প্রাপ্য হবে অনেক কম। ম্যানেজমেন্ট ভিআরএস-এর পরে কর্মচারীর প্রাপ্য টাকা নিয়ে যে হিসাব দিয়েছে তা একটু বিশ্লেষণ করা যাক। ৪৫ বছর বয়স্ক কোনো কর্মচারী এনই-৭ স্কেলের স্টেজ-১০-এ থাকলে ভিআরএস-এর পরে এক্সগ্রাসিয়া এবং পেনশন বা জমা টাকার উপর সুদসহ মোট উপার্জন করবেন ২০৬৯৫ টাকা। কিন্তু ভিআরএস গ্রহণ না করে তিনি যদি ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি করেন, তবে তাঁর বেতন (বেসিক ১৪৬৮০) + ৬৯২৩ (৪৭.২ শতাংশ) + আইডিএ ৪৪০৩ বাড়িভাড়া ভাতা (৩০ শতাংশ), মোট ২৬০০৬ টাকা হয়। ভিআরএস গ্রহণ করলে তাঁর মাসিক অর্থ কমে যাবে ২৬০০৬-২০৬৯৫ = ৫৩১১ টাকা। আবার ৬০ বছর পর্যন্ত তিনি ১৫টি ইনক্রিমেন্ট এবং ১/২টি প্রমোশন পেতে পারেন। তুলনামূলকভাবে পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁর মাসিক উপার্জন হবে অনেক বেশি। স্বভাবতই তাঁর পেনশন বেনিফিটও হবে অনেক বেশি, চাকরিরত অবস্থায় যা পাবেন তার থেকে। ভিআরএস-এর জন্য কর্মচারী আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

(খ) এক্সগ্রাসিয়ার উপর ইনকাম ট্যাক্স — ৫ লক্ষ টাকার উপর এক্সগ্রাসিয়া বাবদ যে অর্থ আসবে তার উপর ধার্য ট্যাক্স ৩৩ শতাংশ। স্বভাবতঃ কর্মচারী ঐ প্রস্তাবিত এক্সগ্রাসিয়ার পুরো টাকা হাতে পাবেন না — ট্যাক্স বাবদ দিতে হবে।

(গ) ভিআরএস-এর আক্রমণ অবসরের পরে — এত বৃহৎ সংখ্যক কর্মচারীকে বিদায় নিতে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেসরকারীকরণ করা। বিএসএনএল বেসরকারীকরণ হয়ে গেলে মেডিক্যাল রি-ইমবার্সমেন্ট স্কিম বলতে কিছু থাকবে না এবং বেসরকারী কোম্পানি পেনশন খাতে খরচ করতে চাইবে না। যদিও সরকার এইরকম অবস্থা তৈরি হলেও পেনশনের গ্যারান্টির কথা বলেছে — কিন্তু তা বিশ্বাস করার মতো কোনো কারণ নেই। প্রত্যেকের মনে অ[illegible]যে গ্রামীণ এলাকায় সংযোগ দেবার জন্য বিএসএনএল-এর যে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে — তা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি ২০০০ সালে সরকার দিলেও কয়েক বছর পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে। এই ভিআরএস প্রস্তাব পেনশনের নিরাপত্তা কেড়ে নেবে।

সুতরাং বিএসএনএল এবং তার কর্মচারীদের উপরে এই ভিআরএস প্রস্তাব মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে — তাই এটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক।

বিএসএনএল-কে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে আমাদের প্রস্তাব

১। বিএসএনএল ম্যানেজমেন্ট এবং ডিওটি ২০১০-১১ বছরের তুলনায় ২০১১-১২ বছরে সার্ভিস বাবদ রেভিনিউ ২৫ শতাংশ বাড়াবে স্থির করেছে। ২০১০-১১ সালে সার্ভিস বাবদ রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৭০০০ কোটি টাকা। যদিও বর্তমান বছরে এর পরিমাণ হবে ৩৩৭৫০ কোটি টাকা। বিএসএনএল বিআরপিএসই-কে জানিয়েছে যে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে খরচ হবে ৩৭০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১১-১২-তে ক্ষতির পরিমাণ ৩২৫০ কোটি টাকা, যেটা বর্তমান বছরে ৬৩৮৪ কোটি টাকা।

২। গ্রামীণ এলাকায় পরিসেবা প্রদান করতে বিএসএনএল-এর ক্ষতি হয় ১০০০০ কোটি টাকা প্রতি বছর। বিএসএনএল গঠন হবার সময় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে গ্রামীণ এলাকায় সংযোগের জন্য বিএসএনএল-এর যে ক্ষতি হয় তা সরকার দিয়ে দেবে। ২০০৫-০৬ সালে বিএসএনএল-কে আর্থিক ক্ষতিপূরণ করা হয়েছিল ৮০০০ কোটি টাকা (৫০০০ কোটি টাকা ছিল প্রাইভেট অপারেটরের কাছ থেকে এডিসি চার্জ বাবদ এবং ৩০০০ কোটি টাকা ছিল লাইসেন্স ফি এবং স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ ক্ষতিপূরণ)। কিন্তু ভারত ও আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানি এবং প্রাইভেট টেলিকম অপারেটরদের চাপে তা কমে হল ২০০০ কোটি টাকা ২০০৮ সালে এবং এই টাকাটাও বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিএসএনএল ম্যানেজমেন্ট এই ২০০০ কোটি টাকা পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে এবং জানা গেছে যে সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেনি। যদি এই ২০০০ টাকা বিএসএনএল পেয়ে যায় তবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কমে দাঁড়াবে ৩২৫০-২০০০ = ১২৫০ কোটি টাকা ২০১১-১২ আর্থিক বছরে। আবার গ্রামীণ এলাকায় সংযোগের জন্য যে টাকা ক্ষতি হয় বিএসএনএল-এর ৮০০০-১০০০০ কোটি টাকা — প্রতিশ্রুতিমতো সেই টাকাটা যদি সরকার দিয়ে দেয় বিএসএনএল তাহলে ক্ষতির পরিবর্তে আর্থিক লাভের মুখ দেখবে পূর্বের মতো। অনুরূপভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে বিএসএনএল-কে যে টাকা ক্ষতি বহন করতে হয় (টেলিগ্রাফ সিস্টেম, ৩জি পরিসেবা, মেন্টেন্যান্স, বিডব্লুএ সার্ভিস অর্থনৈতিক পশ্চাদপদ সার্কেলগুলিতে) — তারও ক্ষতিপূরণ করা হোক সরকারের পক্ষ থেকে।

৩। বিএসএনএল ম্যানেজমেন্ট মোবাইল ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন সংযোগ দিক টেন্ডারের মাধ্যমে, মার্কেট শেয়ার বাড়ানোর চেষ্টা করুক এবং সরকারকে তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করুক। বিএসএনএল-এর প্রতিটি এক্সিকিউটিভ ও নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারীকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিএসএনএল ম্যানেজমেন্ট ও সরকারের ভুল পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিএসএনএল বাঁচানোর, কর্মচারীস্বার্থ রক্ষার স্বার্থে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।